[মূল ইংরেজি আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ]

(১৯৯৭ সালের সংশোধনী অন্তর্ভুক্তিসহ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৯শে জুলাই, ১৯৭৭

নং-৬১৭-Pub.- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত নিম্নলিখিত অধ্যাদেশটি ১৩ই জুলাই, ১৯৭৭ তারিখে এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-

বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭

১৯৭৭ সালের ৩৩ নং অধ্যাদেশ

বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট কিছু বীজের মান নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ।

যেহেতু বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট কিছু বীজের মান নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন;

সেহেতু, এক্ষণে, ২০শে আগস্ট, ১৯৭৫ সাল এবং ৮ই নভেম্বর, ১৯৭৫ সালের ফরমান অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহার উপর ন্যস্ত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নবর্ণিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেনঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই অধ্যাদেশ বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে এই অধ্যাদেশে -

ক) ''কৃষি" অর্থ খাদ্য ও আঁশ জাতীয় ফসল উৎপাদন এবং উদ্যানবিদ্যাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

খ) ''বোর্ড" অর্থ ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত জাতীয় বীজ বোর্ড;

গ) ''প্রত্যয়ন এজেন্সী" অর্থ ধারা ৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী;

ঘ) ''ধারক" অর্থ বাক্স, বোতল, টিন, পিপা, খাঁচা, পাত্র, বস্তা, থলে, মোড়ক বা অন্য কোনো বস্তু যাহার মধ্যে কোনো দ্রব্য বা কোনো জিনিস ভরে রাখা যায়;

ঙ) ''রপ্তানি" অর্থ বাংলাদেশ হইতে কোনো দ্রব্য বাংলাদেশের বাহিরে কোনো স্থানে লইয়া যাওয়া;

চ) ''আমদানি" অর্থ বিদেশ হইতে কোনো দ্রব্য বাংলাদেশের বাহিরের কোনো স্থান হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আনয়ন;

ছ) ''শ্রেণী" অর্থ এক বা একাধিক সংশ্লিষ্ট প্রজাতি বা উপ-প্রজাতি বা ফসলের গাছ যাহা প্রত্যেকটি এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে একটি সাধারণ নামে পরিচিত, যেমন- বাঁধাকপি, ধান এবং গম;

জ) ''ঘোষিত শ্রেণী বা জাত" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত বীজ সম্পর্কিত কোনো শ্রেণী বা জাত;

ঝ) ''নির্ধারিত" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

[১][(ঞ) ''বীজ" অর্থ ঔষধ এবং মাদক দ্রব্যে ব্যবহার ব্যতীত, বপন এবং রোপণের জন্য ব্যবহৃত নিম্নবর্ণিত যে কোনো শ্রেণীর বীজ –

(অ) খাদ্য শস্যের বীজসহ ভোজ্য তেল, ফল-মূল এবং শাক-সবজির বীজ;

(আ) আঁশ জাতীয় ফসলের বীজ;

(ই) ফুল ও শোভাবর্ধক উদ্ভিদের বীজ;

(ঈ) পাতাযুক্ত (বিচালী) পশু-খাদ্যের বীজ; এবং ইহা ছাড়া চারা, এবং কন্দাল, বাল্ব, রাইজম, বুট-কাটিংসহ সকল ধরনের কলম এবং উদ্ভিদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে উৎপাদিত অন্যান্য দ্রব্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(ট) "বীজ বিশ্লেষক" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিয়োগকৃত বীজ পরিদর্শক;

[২][(টট) "বীজ ব্যবসায়ী" অর্থ ব্যবসায়ের নিমিত্তে কোনো ঘোষিত শ্রেণীর বা জাতের বীজ বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ, বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব, বিনিময় বা অন্যভাবে সরবরাহকারী কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানী বা সংস্থা;]

(ঠ) "বীজ পরিদর্শক" অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন নিয়োগকৃত বীজ পরিদর্শক;

(ড) "বীজ পরীক্ষাগার" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা ক্ষেত্রমতে, ঘোষিত সরকারি বীজ পরীক্ষাগার;

(ঢ) "জাত" অর্থ বৃদ্ধি, ফলন, গাছ, ফল, বীজ বা অন্যান্য চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীর কোন উপ-বিভাগ।

৩। জাতীয় বীজ বোর্ড

(১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার জাতীয় বীজ বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে, যাহা এই অধ্যাদেশের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভুত বিষয় সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ও এই অধ্যাদেশের অধীন অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) এই বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যেমনঃ-

(ক) সরকারের [৩][কৃষি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ] এর সচিব, যিনি পদাধিকার বলে এই বোর্ডের সভাপতিও হইবেন; এবং

[৪][(খ) কৃষকদের মধ্য হইতে ২ (দুই) জন সদস্য সহ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও নিয়োগপ্রাপ্ত অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) জন সদস্য।]

[৫][(৩) সরকার বোর্ডের একজন সদস্যকে ইহার সচিব নিয়োগ করিবে।]

(৪) সরকার বোর্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক করণিক ও অন্যান্য কর্মচারীর সংস্থান করিবে।

(৫) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বোর্ডের সদস্যগনের নাম ও পদবী প্রকাশ করিবে এবং এইভাবে বোর্ড গঠিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

....

[১] The Seeds (Amendment) Act, 1997 এর ধারা ২(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] The Seeds (Amendment) Act, 1997 এর ধারা ২(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] The Seeds (Amendment) Act, 1997 এর ধারা ৩(ক)(অ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] The Seeds (Amendment) Act, 1997 এর ধারা ৩(ক)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] The Seeds (Amendment) Act, 1997 এর ধারা ৩(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[1][(৬) বিলুপ্ত।]

(৭) সরকার, যে কোনো সময়, কোনোরূপ কারণ দর্শানো ব্যতীত, যে কোন সদস্যের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবে।

(৮) বোর্ডের কোনো সদস্য মারা গেলে, পদত্যাগ করিলে বা অন্য কোনোভাবে সদস্য পদের অবসান হইলে, নূতন নিয়োগের মাধ্যমে এই শূন্যপদ পূরণ করা হইবে [2][শব্দগুলো বিলুপ্ত]।

(৯) কোনো ব্যক্তি বোর্ডের সদস্য হইবেন না বা সদস্য থাকিতে পারিবেন না যদি তিনি -

(ক) কোনো সময়ে অপরাধের জন্য সাজা প্রাপ্ত হন বা হইয়াছিলেন যাহা সরকারের মতে, নৈতিক স্খলনজনিত একটি অপরাধ; বা

(খ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন; বা

(গ) দেউলিয়া হইয়াছেন বা কোন এক সময় দেউলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিলেন; বা

(ঘ) বোর্ডের সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে একাধিক্রমে বোর্ডের তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

(১০) বোর্ড তাহার বিবেচনামতে সম্পূর্ণ বোর্ডের সদস্যগণের সমন্বয়ে বা সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে বা আংশিকভাবে বোর্ডের সদস্যগণ এবং আংশিকভাবে অন্যান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে যাহারা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১১) সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, বোর্ড উহার নিজস্ব কর্মপন্থা এবং উপ-ধারা ১০ এর অধীন নিয়োগকৃত কমিটির কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং বোর্ডের বা কমিটির কার্যাবলী পরিচালনার জন্য উপ-আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(১২) কেবল সদস্য পদের শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে কোনোরূপ ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

৪। সরকারি বীজ পরীক্ষাগার

সরকার সরকারি বীজ পরীক্ষাগার নামে একটি বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন করিতে পারিবে বা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো বীজ পরীক্ষাগারকে সরকারি বীজ পরীক্ষাগার হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

৫। বীজের শ্রেণী বা জাত নির্ধারণের ক্ষমতা

বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার যদি এই অভিমতে উপনীত হয় যে, কৃষির উদ্দেশ্যে বিক্রয় এবং ব্যবহারের জন্য কোন শ্রেণী বা জাতের বীজের মান নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন বা সমীচীন, তাহা হইলে এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত শ্রেণী বা জাতকে ঘোষিত শ্রেণী বা জাত হিসেবে নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং ভিন্ন ভিন্ন এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা জাতকে ঘোষণা করা যাইতে পারে।

---

[1] The Seeds (Amendment) Act, 1997 এর ধারা ৩(গ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[2] The Seeds (Amendment) Act, 1997 এর ধারা ৩(ঘ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[1][৬। বীজের গুণগত মান নির্ধারণ ক্ষমতা

বোর্ডের সহিত পরামর্শের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে-

(ক) কোন ঘোষিত শ্রেণী বা জাতের বীজের অংকুরোদগমের শতকরা হার, বিশুদ্ধতার হার, বীজে বিদ্যমান আর্দ্রতা এবং বীজের এইরূপ অন্যান্য উপাদানের গুণগত মান;

(খ) দফা (ক) এর অধীন বীজ মানের নিশ্চয়তা নির্দেশক মার্ক বা লেবেল এবং এইরূপ মার্ক বা লেবেলে যে সকল তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।]

[2][৭। ঘোষিত শ্রেণী বা জাতের বীজ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ

কোনো বীজ ব্যবসায়ী ঘোষিত কোনো শ্রেণী বা জাতের বীজ বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ, বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব বিনিময় বা অন্যভাবে সরবরাহের ব্যবসা করিবে না, যদি না -

(ক) উল্লিখিত বীজের শ্রেণী বা জাত এবং ঐ বীজ ব্যবসায়ী বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হয়;

(খ) উক্ত বীজ উহার শ্রেণী বা জাত হিসাবে শনাক্ত করা যায়;

(গ) উক্ত বীজ ধারা ৬ এর দফা (ক) ও (খ) এর অধীন নির্ধারিত বীজের গুণগত মান নিশ্চিত করে এবং উক্ত বীজের ধারকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহার নির্ভুল তথ্যাবলি সংবলিত মার্ক বা লেবেল থাকে;

(ঘ) তিনি এইরূপ নির্ধারিত অন্যান্য শর্তাবলি পূরণ করেন।]

৮। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

এই অধ্যাদেশ দ্বারা বা ইহার অধীন অর্পিত কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী নামে একটি প্রত্যয়ন এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৯। প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক সনদপত্র মঞ্জুর

(১) ঘোষিত কোনো শ্রেণী বা জাতের বীজ বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ, বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব, বিনিময় বা অন্যভাবে সরবরাহকারী কোনো ব্যক্তি প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক এইরূপ বীজ প্রত্যায়িত করিতে চাহিলে, তিনি এতদুদ্দেশ্যে সনদপত্র মঞ্জুরের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট আবেদন করিতে পারেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে, তথ্য সম্বলিত এবং নির্ধারিত ফি সহযোগে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) সনদপত্র মঞ্জুরির জন্য এইরূপ কোনো আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর প্রত্যয়ন এজেন্সী, তাহার বিবেচনা মতে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকৃত বীজের ন্যূনতম অঙ্কুরোদগমের হার রহিয়াছে এবং উহা ধারা ৬ দফা (ক) এ উল্লিখিত বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে, তাহা হইলে নির্ধারিত ফরম ও শর্তে সনদপত্র মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১০। সনদপত্র প্রত্যাহার

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী যদি উহার নিকট এতদসম্পর্কে নিষ্পত্তির জন্য উত্থাপনের প্রেক্ষিতে বা অন্যভাবে সন্তুষ্ট হয় যে-

---

[1] The Seeds (Amendment) Act, 1997-এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[2] The Seeds (Amendment) Act, 1997-এর ধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ক) কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভুল তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে ধারা ৯ এর অধীন তৎকর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সনদপত্র অর্জিত হইয়াছে, বা

(খ) সনদপত্রধারী, যথাযথ কারণ ব্যতীত, যে সকল শর্ত সাপেক্ষে তাহাকে সনদপত্র প্রদান করা হইয়াছে তাহা পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন বা অধ্যাদেশ বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাহা হইলে, প্রত্যয়ন এজেন্সী, এই অধ্যাদেশের অধীন সনদধারী অন্য যে দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে তাহা ক্ষুণ্ন না করিয়া, তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া, সনদপত্র প্রত্যাহার করিতে পারে।

১১। আপীল

(১) ধারা ৯ ও ধারা ১০ এর অধীন প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, যে তারিখে তাহাকে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে, নির্ধারিত ফিস প্রদানপূর্বক, সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া আপীলকারী সময়মত আপীল দাখিল করিতে পারে নাই, তাহা হইলে আপীল কর্তৃপক্ষ উক্ত ৩০ দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরেও আপীল গ্রহণ করিতে পারে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল প্রাপ্তির পর, আপীলকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, যতশীঘ্র সম্ভব, আপীল নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন আপীল কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত প্রত্যেকটি আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

১২। বীজ বিশ্লেষক

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন যে সকল ব্যক্তিদের উপযুক্ত মনে করিবে, তাহাদেরকে বীজ বিশ্লেষক হিসেবে নিয়োগ দিতে এবং তাহাদের কর্মের অধিক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

১৩। বীজ পরিদর্শক

(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন যে সকল ব্যক্তিদের উপযুক্ত মনে করিবে, তাহাদেরকে বীজ পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ দিতে এবং তাহাদের কর্মের অধিক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

(২) প্রত্যেক বীজ পরিদর্শক Penal Code (Act XLV of 1860) এর ধারা ২১ এ বিধৃত অর্থে জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবে এবং দাপ্তরিকভাবে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অধিনস্থ হইবেন।

১৪। বীজ পরিদর্শকের ক্ষমতা

(১) বীজ পরিদর্শক

(ক) নিম্ন বর্ণিতদের নিকট হইতে কোন ঘোষিত শ্রেণী বা জাতের বীজের নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন -

(অ) এইরূপ বীজ বিক্রয়কারী; বা

(আ) এইরূপ বীজের ক্রেতা বা প্রাপকের নিকট পৌছানো, সরবরাহ বা সরবরাহের জন্য প্রস্তুতকারী; বা

(ই) এইরূপ বীজ সরবরাহের পর ক্রেতা বা প্রাপকের নিকট হইতে;

(খ) যে এলাকা হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই এলাকার বীজ বিশ্লেষকের নিকট বীজ বিশ্লেষণের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন;

(গ) এই অধ্যাদেশ বা ইহার অধীন বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় এইরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন কোনো ঘোষিত শ্রেণী বা জাতের বীজের নমুনা সংগ্রহ করা হইলে যাহার নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার দাবীর প্রেক্ষিতে, সাধারণতঃ যে দরে জনসাধারণের নিকট উহা বিক্রয় করা হয়, সেই দরে হিসাব করিয়া তাহাকে মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) ঘোষিত শ্রেণী বা জাতের বীজ রাখা হইতে পারে এমন ধারক ভাঙ্গিয়া উন্মুক্ত করা বা যে গৃহে বিক্রয়ের জন্য এই ধরনের বীজ থাকিতে পারে উহার দরজা ভাঙ্গিয়া খুলিবার ক্ষমতাও এই ধারায় অর্পিত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যখন ঘরের মালিক অথবা ঘরে অবস্থানকারী ব্যক্তি উপস্থিত থাকা অবস্থায় দরজা খুলিতে বলিলে উহা অস্বীকৃতি জানাইবে শুধু তখন দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে বীজ পরিদর্শক উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন কোন [১][পদক্ষেপ] গ্রহণ করিবেন, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের সময় কমপক্ষে দুইজন ব্যক্তিকে উপস্থিত থাকিতে বলিবেন এবং নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত স্মারকপত্রে উহাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৫) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন) এর ধারা ৯৮ এর অধীন জারীকৃত পরোয়ানা বলে যেভাবে তল্লাশি ও জব্দ কার্য পরিচালনা করা হয়, যতদূর সম্ভব সেই একইভাবে এই ধারার অধীন তল্লাশি ও জব্দ-কার্য পরিচালনা করিতে হইবে।

১৫। বীজ পরিদর্শক কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি

(১) বীজ পরিদর্শক কোনো ঘোষিত শ্রেণী বা জাতের বীজের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য সংগ্রহ করিতে চাহিলে তিনি -

(ক) যাহার নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করিতে চাহেন, তাহাকে তৎক্ষনাৎ লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এইরূপ ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করিবেন;

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা প্রদত্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত, তিনটি প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিটি নমুনার প্রকৃতি অনুসারে মার্ক ও সীল করিবেন বা বাধিয়া নিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে ঘোষিত শ্রেণী বা জাতের নমুনা সংগ্রহ করা হইলে বীজ পরিদর্শক -

(ক) যাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাকে একটি নমুনা সরবরাহ করিবেন;

(খ) যে এলাকা হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই এলাকার বীজ বিশ্লেষকের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরেকটি নমুনা প্রেরণ করিবেন;

(গ) অবশিষ্ট নমুনাটি আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করিবার লক্ষ্যে নির্ধারিত নিয়মে উপস্থাপনের জন্য, বা ক্ষেত্রমতে, ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন বীজ পরীক্ষাগারে উহা পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করিবার নিমিত্তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবেন।

---

[১] The Seeds (Amendment) Act, 1997-এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৩) যাহার নিকট হইতে বীজ নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে যদি তিনি ১টি নমুনা রাখিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে বীজ পরিদর্শক উক্ত অসম্মতির কথা বীজ বিশ্লেষককে অবগত করিবেন এবং তখন বীজ বিশ্লেষক তাহার নিকট প্রেরিত নমুনাটিকে দুই অংশে ভাগ করিয়া এক অংশ সীলগালা অথবা বাধিয়া রাখিবেন এবং নমুনা পাইবার পর বা তাহার প্রতিবেদন প্রেরণের সময়, বীজ পরিদর্শকের নিকট উহা প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন, যিনি আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা হইলে উপস্থাপনের নিমিত্তে উহা সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) বীজ পরিদর্শক ধারা ১৪ (১) এর দফা (গ) এর অধীন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিলে -

(ক) উক্ত বীজের ক্ষেত্রে ধারা ৭ এর কোন বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপনের নিমিত্তে তিনি সকল পন্থা অবলম্বন করিবেন এবং যদি নিরূপিত হয় যে, অত্র বীজের ক্ষেত্রে এইরূপ লঙ্ঘন হয় নাই, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উক্ত দফার অধীন জারিকৃত আদেশটি প্রত্যাহার করিবেন, বা ক্ষেত্রমত, জব্দকৃত বীজের মজুদ ফেরৎ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন;

(খ) যদি তিনি বীজের নমুনা জব্দ করেন, তাহা হইলে তিনি যতশীঘ্র সম্ভব বিষয়টি একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে অবগত করিবেন এবং উক্ত বীজ হেফাজতে নিতে তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিবেন;

(গ) যদি কথিত অভিযোগ এমন হয় যে, বীজের অধিকারী কর্তৃক উক্ত ত্রুটি দূর করা যাইতে পারে, তাহা হইলে, মামলা দায়েরের অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া, তিনি ত্রুটি দূরীভূত হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া তাৎক্ষণিকভাবে ধারা ১৪ এর উপধারা (১) এর দফা (গ) অনুসারে কোন দলিলে, রেজিষ্টারে, রেকর্ডে বা অন্য কোন দ্রব্য সম্পর্কে পূর্বে প্রদত্ত আদেশ প্রত্যাহার করিবেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে উহা অবগত করিবেন এবং জব্দকরণের বিষয়ে তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিবেন।

১৬। বীজ বিশ্লেষকের প্রতিবেদন

(১) বীজ বিশ্লেষক ধারা ১৫ এর উপধারা (২) এর অধীন বীজের নমুনা পাওয়া মাত্র বীজ পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করিবেন এবং নির্ধারিত ফরমে ফলাফলের অনুবেদনের এক কপি বীজ পরিদর্শকের নিকট এবং অন্য কপি যাহার নিকট হইতে বীজের নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন কোন মামলা দায়ের হইবার পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করিয়া ধারা ১৫ এর উপধারা (২) এর দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত বীজের নমুনা সম্পর্কিত বীজ পরীক্ষাগারের রিপোর্ট প্রেরণ করিবার জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন এবং কোর্ট উক্ত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ধারা ১৫ এর উপধারা (১) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে প্রথমে বীজের নমুনার সীল ও মার্ক বা বাঁধন অক্ষুন্ন আছে কি না তাহা নিশ্চিত হইবেন এবং উহার নিজস্ব সীলসহ বীজ পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিবেন এবং বীজ পরীক্ষার নমুনা প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে বীজ বিশ্লেষণের ফলাফল নির্ধারিত ফরমে কোর্টে প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপধারা (২) এর অধীন বীজ পরীক্ষাগারের প্রতিবেদন উপধারা (১) এর অধীন বীজ বিশ্লেষকের প্রতিবেদনকে অতিক্রান্ত (Supersede) করিবেন।

(৪) বীজ পরীক্ষাগার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন কোন মামলায় উপস্থাপন করা হইলে উক্ত মামলায় বিশ্লেষণের জন্য নেয়া আর কোন বীজ নমুনা বা তাহার অংশ বিশেষ উপস্থাপনের প্রয়োজন হইবে না।

১৭। বীজ আমদানি ও রফতানি

ধারা ৬ এর অধীন নির্ধারিত [১][বীজের গুণগত মান] নিশ্চিত না করিলে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে, এইরূপ বীজের ধারকে উক্ত বীজ সম্পর্কে নির্দিষ্টকৃত নির্ভুল তথ্যাবলী সম্বলিত মার্ক বা লেবেল না থাকিলে, কোন ব্যক্তি কোন ঘোষিত শ্রেণী বা জাতের বীজ আমদানি বা রফতানি করিতে বা করাইতে পারিবেন না।

১৮। বিদেশে প্রতিষ্ঠিত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর স্বীকৃতি

এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, বোর্ডের সুপারিশক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে স্বীকৃতি দিতে পারিবে।

১৯। শাস্তি

যদি কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন কোন আইন লঙ্ঘন বা এই অধ্যাদেশের অধীন বীজ পরিদর্শককে নমুনা সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি বা তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে বাধাদান করে, তাহা হইলে তিনি, দোষ প্রমাণিত হইলে -

(ক) প্রথম অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ [২][এক হাজার] টাকা অর্থদণ্ডে; এবং

(খ) এইরূপ ব্যক্তি এই ধারার অধীন পূর্বে দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে অনূর্ধ্ব ত্রিশ দিন কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ [২][দুই হাজার] টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২০। সম্পদ বাজেয়াপ্ত

কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশ বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিবার জন্য সাজাপ্রাপ্ত হইলে, যে বীজ সম্পর্কে আইন লঙ্ঘিত হইয়াছে উহা, আদালতের নির্দেশ থাকিলে, সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা যাইতে পারে।

২১। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ

(১) কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, অপরাধ সংগঠনের সময় উক্ত কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি এবং ঐ কোম্পানী এইরূপ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং তদানুসারে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই কোন ব্যক্তিকে কোন শাস্তির জন্য দায়ী করিবে না যদি তিনি প্রমাণ করেন যে, ঐ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা তিনি এইরূপ অপরাধ সংঘটন রোধ করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুন না কেন, এই আইনের অধীন কোন কোম্পানী কর্তৃক কোন অপরাধ সংঘটিত হয় বা হইলে এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে, ঐ অপরাধ কোম্পানীর কোন পরিচালক, ম্যানেজার, সেক্রেটারী বা অন্যান্য অফিসারের সম্মতি/পরোক্ষ সম্মতিতে বা উহাদের গাফিলতির কারণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত পরিচালক, ম্যানেজার, সেক্রেটারী অথবা

---

[১] The Seeds (Amendment) Act, 1997-এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] The Seeds (Amendment) Act, 1997-এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

অন্যান্য অফিসারও ঐ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং তদনুসারে দন্ডপ্রাপ্ত হইবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে –

(ক) "কোম্পানী" অর্থ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং কোন ফার্ম বা অন্য কোন ব্যক্তি-সংঘ ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) "পরিচালক" অর্থ ফার্মের ক্ষেত্রে, ফার্মের অংশীদার।

২২। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ কর্মের রক্ষণ

এই অধ্যাদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত বা অভীপ্সিত কোন কাজের জন্য সরকার কিংবা কোন সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী, ফৌজদারী বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) পূর্বোল্লিখিত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া এইরূপ বিধিমালায়, বিশেষত: নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধান রাখা যাইবে -

(ক) বোর্ডের কার্যাবলী এবং কমিটি ও বোর্ডের সদস্যদের ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা;

(খ) বীজ পরীক্ষাগারের কার্যাবলী;

(গ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যাবলী;

(ঘ) কোন ঘোষিত ফসলের শ্রেণী বা জাতের বীজের পাত্রের লেবেলিং বা মার্কিং এর ধরন;

(ঙ) ধারা ৭ এ উল্লিখিত কোন ব্যবসার সহিত জড়িত ব্যক্তির পালনীয় শর্তাবলী;

(চ) ধারা ৯ এর অধীন প্রত্যয়নপত্র মঞ্জুরীর ফরম, ইহাতে বিধৃত তথ্যাদি, ইহার সহিত প্রদেয় ফিস, সনদপত্রের ফরম এবং সনদপত্র মঞ্জুরের শর্তাবলী;

(ছ) ধারা ১১ এর অধীন আপীল দাখিল করিবার ফরম, পদ্ধতি ও পরিশোধিত ফিস নির্ধারণ এবং আপীল নিষ্পত্তিতে আপীল কর্তৃপক্ষের অনুসরণীয় পদ্ধতি;

(জ) বীজ বিশ্লেষক এবং বীজ পরিদর্শকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দায়িত্ব;

(ঝ) বীজ পরিদর্শক কর্তৃক বীজের নমুনা গ্রহণ, বীজ বিশ্লেষকের নিকট বা বীজ পরীক্ষাগারে উক্ত নমুনা প্রেরণ পদ্ধতি এবং উক্ত নমুনা বিশ্লেষণের পদ্ধতি;

(ঞ) বিশ্লেষণের ফলাফলের প্রতিবেদন ফরম এবং ঐ প্রতিবেদনের নিমিত্তে পরিশোধিত ফিস;

(ট) ধারা ৭ এ উল্লিখিত ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিতব্য রেকর্ড এবং ঐ সকল রেকর্ডে রক্ষিত বিষয়াদি; এবং

(ঠ) নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়ে।

ঢাকা
১৩ জুলাই ১৯৭৭।

জিয়াউর রহমান বিইউ, পিএসসি
মেজর জেনারেল
রাষ্ট্রপতি।

এ. কে. তালুকদার
উপ-সচিব।